আরামবাগে প্রাক্তন মহিলা প্রধানের বাড়ি ভাঙচুর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ ফের তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এল। শনিবার রাতে তৃণমূলের প্রাক্তন মহিলা প্রধানের বাড়ি ভাঙচুর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য তাপস করের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ ব্লকের সালেপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের রাংতাখালি গ্রামে। প্রাক্তন প্রধান ময়না দাস জানান, তিনি ২০১৩ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে সালেপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শনিবার বিকালে রাংতাখালি গ্রাম সভাপতি সুদর্শন বেরাকে ঘিরে ধরে বড়ডোঙ্গল বাজারে তাপস কর, গৌতম হাজরা, অনিল মাজিসহ ৭জন ধস্তাধস্তি করেন। ময়না দাস আরও জানান, তিনি বর্তমানে পঞ্চায়েত সদস্যা। বোর্ড গঠনের আগে তাঁর বাড়ির সামনে তাপস করের নেতৃত্বে তাঁকে হেনস্থা করা হয়। অভিযোগ, পুলিশ সেদিন গোটা বিষয়টি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। শনিবার রাতে হঠাৎই বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতির

সদস্যের মদতে প্রায় ৪০জন সশস্ত্র দুষ্কৃতী আমার বাড়িতে হাজির হয়। আমাকে এবং আমার স্বামীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। বাড়ির দরজা লোহার রডে করে ভাঙার পাশাপাশি বাড়ির পাঁচিল টপকে ঠাকুর ঘরে ঢুকে ঠাকুরের জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। এরই সঙ্গে আমার ঘরের এ্যাসবেসটসগুলি ভেঙে দেয়। তখন বাড়িতে আমার স্বামী নিতাই দাস ছিলেন না। তারা আমার স্বামীকে খুঁজতে এসেছিল। সেই সময় শাশুড়ি, আমার দুটি বাচ্চা, দেওর, জা, তাঁর দুই বাচ্চা বাড়িতে ছিলাম। এইসব ভাঙচুর দেখে শাশুড়ি ও আমি ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতেই শাশুড়ি ও আমাকে নিয়ে ধস্তাধস্তি শুরু করে। দুষ্কৃতীরা আমাকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং আমার শ্লীলতাহানি করে। ধস্তাধস্তির জেরে আমার ব্লাউজও ছিঁড়ে যায় এবং আমার স্বামীকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে যায়। আমাদের পরিবারের সকলের চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় আরামবাগ থানার পুলিশকে। আরামবাগ আই সি শান্তনু মিত্রের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হয়। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার ময়নাদেবী আরামবাগ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, এর আগেও সমস্ত বিষয়টি আরামবাগ বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, পৌরপ্রধান স্বপন নন্দীসহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু কিছু কাজ হয়নি। এই ঘটনাটি আবারও জানানো হয়েছে। দেখা যাক ওনারা কি ব্যবস্থা নেন।

এবিষয়ে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ কমল কুশারী জানান, গত ২০১৩ সালে যে সব মহিলা প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন তার মধ্যে ময়না দাস পঞ্চায়েতের সবচেয়ে ভালো কাজ করেছেন। অন্যদিকে বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তাপস কর জানান, আমার নামে মিথ্যা ও কুৎসা রটানো হচ্ছে। আমরা এবিষয়ের সঙ্গে কোনওভাবে জড়িত নই।

পান্ডুয়ায় বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ, অভিযুক্ত তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পান্ডুয়া ঃ রবিবার পান্ডুয়া বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের সভার আগেই সভাস্থলে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। দুষ্কৃতীরা মারধর করে বিজেপির এক মহিলা নেত্রীর শাড়ি, ব্লাউজ ছিঁড়ে দেওয়ারও অভিযোগ উঠল। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পান্ডুয়ায়। প্রসঙ্গত এদিন পান্ডুয়ার শশীভূষণ হাইস্কুলে আসন্ন লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি হিসাবে হুগলি সাংগঠনিক জেলার কর্মী বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। সেখানে উপস্থিত থাকার কথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের। সেইমতো স্কুলে সকাল থেকেই উপস্থিত হয়েছিলেন

বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। আর এদিন সকাল থেকে স্কুলের বাইরে টেন্ট করে তৃণমূলও সেখানে সভার আয়োজন করে। অভিযোগ, সকাল ১০টা নাগাদ হঠাৎই স্কুলে ঢুকে তৃণমূলের লোকজন মারধর করে বিজেপি কর্মীদের। এমনকী বিজেপি মহিলা মোর্চার নেত্রী দুলালী মণ্ডলকে মারধর করে শাড়ি, ব্লাউজ ছিঁড়ে দেয় বলে অভিযোগ। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

দুই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলি জেলার গোঘাটের কামারপুকুর ও কুমারগঞ্জ এলাকায় দুই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে দুর্গাপুজো হিসাবে রবিবার গরিব মানুষদের জামা, শাড়ি, ধুতি প্রদান করা হয়। কুমারগঞ্জ অঞ্চলের ভুরকুণ্ডা গ্রামে 'ইচ্ছাপুরণে প্রয়াস' নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে এই অঞ্চলের প্রায় ২৫০জন মানুষকে দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে বস্ত্র প্রদান করা হয়। এই সংস্থার কর্ণধার অরুণা ব্যানার্জী বলেন, আমরা কলকাতা থেকে ৩০জনের মতো সদস্য কুমারগঞ্জের ভুরকুণ্ডা গ্রামে গরিব মানুষদের হাতে জামা, কাপড় তুলে দেওয়ার জন্য হাজির হয়েছি। যাতে তাঁরা পুজোর সময় নতুন বস্ত্র পরে মা দুর্গাকে দর্শন করতে পারেন। এদিন বস্ত্র বিতরণের পাশাপাশি দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা

করা হয়। অন্যদিকে কামারপুকুরে প্রায় ৭০০জন গরিব মানুষকে 'নির্ভীক' নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। নির্ভীক সংস্থার এক প্রতিনিধি বলেন, পুজোর সময় যাতে নতুন বস্ত্র পরে আনন্দ করতে পারেন তার জন্যই এই বস্ত্রদানের আয়োজন করেছি। এদিন আমরা প্রায় ৭০০জন গরিব মানুষের হাতে শাড়ি, ধুতি, পাঞ্জাবি ও বাচ্চাদের জন্য জামা তুলে দিয়েছি। আগামীদিনে আরও বেশি দুঃস্থ মানুষকে বস্ত্র উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের এরকম জায়গায় বস্ত্র বিতরণের মূল কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থানে দুঃস্থ মানুষদের সেবা করা। এবছরের মতো আমরা প্রতিবছর আসব এবং দুঃস্থ মানুষের সেবা করব।

বিজেপি করায় কেটে নেওয়া হল গোঁফ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ বিজেপি করার অপরাধে গোঁফ কেটে নেওয়া হল বিজেপি কর্মীর। অভিযোগের তীর তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত নাইটা মালপাহাড়পুর অঞ্চলে। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর নাম সুন্দর সিং। বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক গণেশ চক্রবর্তীর অভিযোগ, তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী সুন্দর সিংকে ও তাঁদের পরিবারের সকলকে মারধর করে তাঁকে তৃণমূল পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে যায়। বিজেপি করা নিয়ে তাঁকে তিরস্কার ও মারধরের পাশাপাশি কেটে নেওয়া হয় তাঁর গোঁফের কিছু অংশ। তারকেশ্বর থানায় এ বিষয়ে মৌখিক অভিযোগ জানানো হয়েছে। পরে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে। বর্তমানে আহত সুন্দর সিং তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি।

খোয়া যাওয়া ফোন ফিরিয়ে দিল পোলবা থানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ খোয়া যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিল হুগলির পোলবা থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মোট মোবাইলের সংখ্যা ছিল ১৪টি। পোলবা থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে চুরি যাওয়া অথবা খোয়া যাওয়া মোবাইল ফোনগুলি ট্র্যাক করে উদ্ধার করে পুলিশ। বাজার এলাকা, বাসস্ট্যান্ড, চলন্ত বাস থেকে মোবাইল চুরি অথবা ভুলবসত খোয়া গিয়েছিল। প্রত্যেকেই পোলবা থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ জানালে পুলিশ তদন্তে নামে। মোবাইল চোর ধরা না পড়লেও খোয়া যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি মোবাইলের মালিকরা। কেউ ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী কেউবা স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী, প্রথম ফোন হারিয়ে যাওয়ার বেদনা থেকে নিস্তার দিল পুলিশ। মোবাইল ফোন ফিরে পেয়ে প্রত্যেকেই জানান, হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ফিরে পাওয়া গেছে বলে পোলবা থানা থেকে তাঁদের ফোন করে জানায়। ফোন হারিয়ে গেলে যে ফিরে পাওয়া যায় তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তাঁরা। অবশেষে প্রত্যেকের হাতেই হারিয়ে যাওয়া ফোনগুলি তুলে দিলেন সি আই নিশীথ দাস ও পোলবা থানার ওসি সমীর সরকার।

হরিপালে পুজো উদ্যোক্তাদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, হরিপাল ঃ হুগলির হরিপাল থানার উদ্যোগে হরিপাল থানার সভাকক্ষে দুর্গাপুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের নিয়ে এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বেচারাম মান্না, হরিপাল বিডিও তপন হালদার, তারকেশ্বর সিআই গোবিন্দ বিশ্বাস, হরিপাল ওসি মিন্টু সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহসভাপতি, দমকল ও ইলেকট্রিক আধিকারিক বৃন্দ, ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান ও ২০৭টি বারোয়ারি পুজো উদ্যোক্তারা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী দেবাশিস পাঠক, স্বরূপ মিত্র, সুমিত সরকার, বাবলু গায়েন, অলোক সাঁতরা প্রমুখ। বৈঠকে পুজো উদ্যোক্তাদের জানানো হয়, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাসহ পুজো উদ্যোক্তাদের সবরকম জরুরি পরিষেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। অগ্নি নির্বাপনের জন্য প্রাথমিক সরঞ্জাম মজুত রাখতে হবে। সরকারি নিয়ম না মেনে পুজো করলে পুজো উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। হরিপাল এলাকায় ২০৭টি পুজো হলেও মাত্র ৪০টি বারোয়ারি পুজো উদ্যোক্তারা অনুমোদন নিয়ে করে। আগামী দিনে সমস্ত পুজো কমিটিকে অনুমোদন নিয়ে পুজো করার আহ্বান জানানো হয় এদিনের বৈঠক থেকে।

পুজো কমিটির উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভদ্রেশ্বর ঃ হুগলির ভদ্রেশ্বর থানা ও ক্ষুড়িগাছি আর জি পার্টি এবং বারোয়ারি দুর্গাপুজো কমিটির যৌথ উদ্যোগে পালিত হল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী। এদিন একশোটার মতো চারা গাছ লাগানো হয়েছে। এই চারাগাছগুলির মধ্যে রয়েছে আম, পিয়ারা, মেহগনি, শাল, ইউক্যালিপটাসসহ বিভিন্ন নামিদামি গাছের চারা। অন্যদিকে যখন পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুজোর বারোয়ারিগুলো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিচিত্রা অনুষ্ঠানে টাকা খরচ করছে, ঠিক সেই সময় ক্ষুড়িগাছি বারোয়ারির সদস্যরা একটু অন্যভাবে মহালয়ার আগে প্রভাতী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে। এদিন সকালে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ভদ্রেশ্বর থানার আধিকারিকেরা, ক্ষুড়িগাছি বারোয়ারির সদস্যরা ও ক্ষুড়িগাছি আর জি পার্টির সদস্যগণ। এদিন সকালে একশোটি গাছ কচিকাঁচাদের দিয়ে মাটিতে লাগানো হয়। অনুষ্ঠানে আগত প্রত্যেক অতিথিরা বৃক্ষরোপণের উপর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

রবিবার হুগলির আরামবাগের একটি বেসরকারি লজে সারা বাংলা শব্দছক মিলনমেলার আয়োজন করা হয়। ছবি- অভিজিৎ মুখার্জী।

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ রবিবার হুগলির চন্দননগর আলতাড়া দুর্গাপুজো কমিটির দুর্গাপুজো এবার ১২৫ বছরে পড়ল। সেই উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এই প্রসঙ্গে আলতাড়া দুর্গাপুজো কমিটির সদস্য পার্থ চক্রবর্তী জানান, আমাদের এই পুজো এবার একশো পঁচিশ বছরে পর্দাপন করেছে। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিচিত্রা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে এদিন সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে প্রভাতী পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই প্রভাতী পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন এলাকার বাসিন্দা থেকে ছোটবড় সদস্যরা। এবছর দুর্গাপুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন বেলুড় মঠের মহারাজ।

লরির ধাক্কায় মৃত্যু ব্যবসায়ীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ লরির তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম তারকচন্দ্র নন্দী (৬২)। বাড়ি হুগলির তারকেশ্বর থানার সন্তোষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তেঘড়ি গ্রামে। শনিবার রাত ন'টার সময় অন্যান্য দিনের মতোই তারকেশ্বর টাউন ক্লাব-এর বিপরীতে তাঁর নিজের দোকান থেকে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। যাওয়ার পথে তারকেশ্বর চাউলপট্টি মোড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি লরি তাঁকে পিষে দেয়। তাঁর কোমরের উপর দিয়ে চলে যায় লরিটি। গুরুতর আহত অবস্থায় তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করে। কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তড়িঘড়ি শ্রীরামপুর ওয়ালস্ হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। লরি ও লরির চালককে আটক করেছে তারকেশ্বর থানার পুলিশ।

ভোটার তালিকায় নাম তুলতে ফুটবল

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলি জেলার গোঘাট থানার ২০১ নম্বর (এস সি) এসি বিধানসভা, ২ ব্লকের উদ্যোগে এক ফুটবল টুর্নামেন্ট-এর আয়োজন করা হয়। এই ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৮ বছরের ব্যক্তিদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য অভিনব প্রচার 'চলো খেলি, নাম তুলি'। গোঘাট ১ ও ২নং ব্লকের মধ্যে গোঘাট হাইস্কুলের মাঠে ফুটবল প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে জয়ী হয়েছে গোঘাট ১নং ব্লকের ফুটবল দল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোঘাট ১নং বিডিও অনন্যা ঘোষ, গোঘাট ২নং বিডিও অরিন্দিৎ দাস, গোঘাট ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন পাল, আরামবাগ মহকুমা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ এবং বিশিষ্টজনেরা।

গুণীজন সম্বর্ধনা ও গ্রন্থ প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ রবিবার আরামবাগের একটি বেসরকারি লজে 'আরামবাগ টাইমস্'-এর উদ্যোগে আশালতা ফেলারাম ইউ এস জি সেন্টার এবং ইনফার্টিলিটি কেয়ার ইউনিট যৌথভাবে অন্যান্য বছরের মতো এবারও বার্ষিক অনুষ্ঠানে গুণীজন সম্বর্ধনা ও অধ্যাপক অমর আদকের লেখা 'আরামবাগের কালান্তর' নামে একটি ঐতিহাসিক দলিল সমৃদ্ধ গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন খাতড়া ভারতসেবা সংঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী জীতেন্দ্রিয়ানন্দজী মহারাজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত জয়েন্ট সম্পাদক অজয় ঘোষ, আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গুণধর খাঁড়া, আরামবাগ বিডিও বিশাখ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট চিকিৎসক অশোক নন্দী, আরামবাগ শিল্পগুরু হরিপ্রসাদ মোদ্দা, এবং 'আরামবাগ টাইমস্'-এর সম্পাদিকা কাকলি চ্যাটার্জী প্রমুখ।

কুমারী পুজোর আকর্ষণে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠে ছুটে আসেন ভক্তরা

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে বেলুড় মঠসহ সমস্ত মঠ ও মিশনের নিয়ম কানুন মেনে প্রতিমার কাঠামো পুজো দিয়ে কামার পুকুর রামকৃষ্ণ মঠে দুর্গাপুজোর সূচনা হয় রথের দিন। কলকাতাসহ বিভিন্ন জায়গার মানুষ এই পুজো দেখার জন্য কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাক্ষেত্রে হাজির হন। অগণিত ভক্তের সমাগম ঘটে অষ্টমীর দিন। এদিন ৫ বছরের ব্রাহ্মণ পরিবারের শিশুকন্যাকে দেবী দুর্গারূপে পুজো করা হয়। এই কুমারী পুজো দেখার জন্য গ্রামের সাধারণ মানুষ ছাড়াও দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষ হাজির হন কামারপুকুর মঠ প্রাঙ্গণে। এই দুর্গাপুজো প্রসঙ্গে কামারপুকুর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী লোকোত্তরানন্দজী মহারাজ বলেন, প্রথমে বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ বৈদিক মতে এই দুর্গাপুজোর সূচনা করেছিলেন। তাই কোনও সন্ন্যাসী আমাদের মঠের দুর্গাপুজো করতে পারেন না, কেবলমাত্র ব্রহ্মচারীরাই এই পুজো করার অধিকারী। সন্ন্যাসীরা তত্ত্বধারক হয় থাকেন। স্বামীজির দুর্গাপুজোতে কুমারী পুজো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নবমীর দিন কয়েক হাজার মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন। কামারপুকুর মঠের বহু শাখাতেই দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে দক্ষিণ ভারতের কোনও মঠে দুর্গাপুজো না হওয়ার জন্য সেখান থেকে বহু সন্ন্যাসী কামারপুকুরে পুজোর সময়ে আসেন। এই পুজোকে কেন্দ্র করে শুধু প্রসাদ বিতরণ নয়, গরিব মানুষরা যাতে নতুন জামা, প্যান্ট, কাপড় পরে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন সেজন্য দুঃস্থ ওই সমস্ত মানুষদের বস্ত্র বিতরণও করা হয়। কলকাতার বাসিন্দা সনাতন দাস বলেন, দীর্ঘ ১০ বছর ধরে কামারপুকুর মঠের দুর্গাপুজো দেখে আসছি। কলকাতায় বড় বড় প্যান্ডেল হয়। আলোয় ভরে ওঠে মহানগরী। কিন্তু এখানে পুজো দেখতে এলে মনের শান্তি সবচেয়ে বেশি অনুভব করি। এখানে কুমারী পুজোর আলাদা আকর্ষণ আছে। তাই ঠাকুরের লীলাক্ষেত্রে বারবার ছুটে আসি। দুর্গাপুরের বাসিন্দা চিকিৎসক কল্লোল সাহা বলেন, আমরা সপরিবারে কামারপুকুরে দুর্গাপুজো দেখার জন্য হাজির হই। এখানে পুজো নিয়ম কানুন মেনে বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে দেবীকে পুজিত করা হয়। আমি এই পুজোতে অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি। মাটি, কাদা, খড় দিয়ে দুর্গার মূর্তিকে বাস্তবে রূপ দেয় প্রতি বছরের ন্যায় কলকাতার বিশিষ্ট মৃৎশিল্পী কানাইলাল পাল। এই অনুষ্ঠানের দিনগুলি কামার পুকুর মঠ ও আশেপাশের এলাকার পরিবেশ আনন্দ মুখরিত হয়ে থাকে।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লাহা, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মো:৯৭৩২৮৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক

আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R, M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।